দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 22 MAR 1997
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের সারসংক্ষেপ ও মৌল প্রতিপাদ্য প্রসঙ্গে

অধ্যক্ষ হারুনুর রশীদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর) স্বভাবতঃই এসব প্রশ্নমালা পাঠানো হয়েছিল তৎকালীন সরকার দলীয় বা সরকার সমর্থক শিক্ষক, ছাত্র, এমপি প্রমুখের কাছে। তারপরও যে ফলাফল এসেছিল তা চমকপ্রদ। ২৮৬৯ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২২৮৫ জনই মাধ্যমিক পর্যায়ে অথবা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ধর্ম শিক্ষাকে বহাল রাখার পক্ষে মত দেন। ধর্ম শিক্ষাকে তুলে দেয়ার পক্ষে মত দেন মাত্র ১১৬ জন। অন্যেরা এ ব্যাপারে কোন মতামত দেননি।

একইভাবে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজন নেই, এই মত দেন মাত্র ৭৬ জন। ৭২২ জন মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সংগে একীভূত করার পক্ষে মত দেন। অন্যান্যরা মত দেন মাদ্রাসা শিক্ষাকে বহাল রাখার পক্ষে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কমিশনের রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট জরিপে প্রাপ্ত মতামতের যথার্থ প্রতিফলন ঘটেনি। এতে মনে হয়, কমিশনকে রিপোর্টটি তৈরী করতে হয়েছিল, প্রধানতঃ তৎকালীন শাসক এলিটদের মন-মেজাজের প্রতি দৃষ্টি রেখে, সত্যিকার তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে নয়। জনগণের ইতিহাস-ঐতিহ্য, মন-মনন, মূল্যবোধ ও নৈতিকতাবোধের ভিত্তিতে তো নয়ই।

যাই হোক এই রিপোর্ট প্রণয়নের পর কালের গর্ভে চলে গেছে সুদীর্ঘ ২৩টি বছর। প্রেক্ষিত ও পটভূমি পাল্টে গেছে বিপুলভাবে। মুজিববাদের উদগাতারাও এখন আর মুজিববাদ, একদলীয় শাসন কিংবা সমাজতন্ত্র কায়েমের কথা বলেন না। এখন তারাও বহুদলীয় পুঁজিবাদী গণতন্ত্র ও মুক্তবাজার অর্থনীতিরই একনিষ্ঠ অনুসারী। বিশ্বব্যাপীও ইতিমধ্যে সমাজতন্ত্রের মৃত্যু ঘটেছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্যও আর সমাজতন্ত্র কায়েম এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের উপযোগী কর্মী বা নাগরিক সৃষ্টি হতে পারে না। অথচ কুদরত-ই-খুদা কমিশনের রিপোর্ট তো সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণ ও ধর্মকে (বিশেষতঃ ইসলামকে) নস্যাৎ করার ভিত্তির উপরই গড়ে উঠেছে।

তাছাড়া কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছে এমন অনেক বিষয় ইতিমধ্যে এমনি এমনিই বাস্তবায়িত হয়ে গেছে। আবার শিক্ষা ক্ষেত্রে এমন অনেক পরিবর্তনও ঘটে গেছে, যার উল্লেখ কুদরত-ই-খুদা কমিশনের রিপোর্টে নেই। যেমন বাংলাদেশে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সহ বহু বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশের প্রায় সকল স্কুল-কলেজেই সহশিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়ে গেছে। মেয়েদের ক্ষেত্রে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক হয়ে গেছে। প্রাইমারী স্কুল পর্যায়ে বিপুলসংখ্যক মহিলা শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাস ও মানের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সাক্ষরতা এবং অনানুষ্ঠানিক ও উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে দেশী-বিদেশী এনজিওরা। অবজেক্টিভ ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি চালু হয়েছে। শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রেও বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। ইলেক্ট্রনিক্স, কম্পিউটার বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি নতুন অথচ প্রবল বিষয় হিসেবে আবির্ভূত হয়ে গেছে।

অপরদিকে, শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক নতুন উপসর্গও যুক্ত হয়েছে। যেমন শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতিই এখন মুখ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরাও এখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্যভিত্তিক দলাদলিতে লিপ্ত। ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস ও অস্ত্রবাজি এখন অবাধ ও নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। মাশরুমের মতো যত্রতত্র গজিয়ে উঠেছে হাজার হাজার তথাকথিত কিন্ডারগার্টেন ও প্রি-ক্যাডেট স্কুল। প্রাইভেট টিউশনী, হাজারো নোট বই ও গাইড বই গোটা অধ্যয়ন প্রক্রিয়াকে গ্রাস করে ফেলেছে। সেশন জটের ফলে শিক্ষার্থীদের তিন-চার বছর খামাখা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অথচ কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্টে সংগত কারণেই এসব ব্যাপারে কোন বক্তব্য বা সুপারিশ নেই।

সর্বোপরি, ১৯৭২-৭৫ সাল সময়ে ইসলামকে নির্মূল করার যে উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছিল তাও এখন অনেকাংশে স্তিমিত হয়ে গেছে। কতিপয় মুখচেনা তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিক ব্যতীত এখন আর প্রায় কেউই ধর্মের বিরুদ্ধে উগ্রভাবে আর বিষোদগার করছেন না। এমনকি ১৯৭২-৭৫ সালে যে রাজনৈতিক দলটি রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিল সে দলও এখন কম-বেশী ধর্মের কথা বলতে শুরু করেছে। সবচেয়ে বড় কথা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়েই ধর্ম, বিশেষতঃ ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা এখন বিপুলভাবে বেড়ে গেছে। নতুন নতুন মুসলিম রাষ্ট্রের জন্ম, বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে কোরআন-সুন্নাহর অনুশাসন কায়েম, বৃটিশ যুবরাজ চার্লস, মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ও ফার্স্ট লেডী হিলারী ক্লিনটনসহ বিভিন্ন বিশ্বব্যক্তিত্বদের ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, কোরআন-সুন্নাহর বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন ইত্যাদির ফলশ্রুতিতে ইসলাম সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিরই বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। অথচ কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্টে ইসলামকে শুধু অবজ্ঞা ও অবমূল্যায়নই করা হয়নি, ইসলামকে উচ্ছেদ করারও প্রয়াস পাওয়া হয়েছে। অন্যান্য ধর্মের প্রতিও সুবিচার করা হয়নি।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও একথা বলা সংগত হবে না যে, কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্টে গ্রহণযোগ্য কোন কিছুই নেই। বস্তুতঃ এই রিপোর্টে বিষয়ভিত্তিক যেসব সুপারিশ করা হয়েছে, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সংগে সংগতিবিধান সাপেক্ষে, সেসব সুপারিশের বহু কিছুই গ্রহণ করা যেতে পারে এবং তাতে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্ব বৃদ্ধি, মেধার যথার্থ মূল্যায়ন, পারিবারিক-আর্থিক অবস্থা নির্বিশেষে সকলের জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্তকরণ, সামাজিক চাহিদার সংগে সংগতিপূর্ণ শিক্ষা কোর্স ও কারিকুলাম প্রবর্তন ইত্যাদির পথ বহুলাংশেই প্রশস্ততর হতে পারে।

বাংলাদেশের বর্তমান সরকার কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছেন। এজন্য একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে এবং কমিটি এই রিপোর্টের ব্যাপারে দেশবাসীর মতামত ও পরামর্শ চেয়েছেন। এমতাবস্থায় কুদরত-ই-খুদা কমিশনের রিপোর্ট পুরোপুরি বাদ দিয়ে, সম্পূর্ণ নতুনভাবে শিক্ষানীতি প্রণয়নের যুক্তি সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য না-ও হতে পারে। তাছাড়া প্রত্যেক দল ও সরকারেরই এক একটা রাজনৈতিক, সামাজিক ও আদর্শিক চরিত্র মনমানস, স্বার্থ ও লক্ষ্য থাকে। তার পরিপন্থী কোন পরামর্শ, তা যতো ভালোই হোক না কেন, ওই দল বা সরকারের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয় না। অতএব যতোদিন পর্যন্ত কোন আদর্শিক সংগঠন রাষ্ট্র ক্ষমতায় না যাচ্ছে ততোদিন পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থাসহ যে কোন ব্যবস্থার উন্নয়নের ব্যাপারে সরকারকে যদি কোন পরামর্শ দিতেই হয়, তাহলে তা দিতে হবে চলমান কাঠামো এবং অবস্থিত সরকারের চরিত্র, মনমানস, সাধ্য ও সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি বিবেচনায় রেখেই।

এমতাবস্থায় কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্টকে বর্তমান সময়ের চাহিদার উপযোগী ও বাস্তবায়িত করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় আনা অপরিহার্য ঃ

১· বর্তমান পরিস্থিতি, বাস্তবতা ও অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষার নীতি আদর্শ ও লক্ষ্য পুনঃনির্ধারণ করতে হবে এবং সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে তদনুযায়ী পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে।

২· চলমান ইনফরমেশন ও কম্যুনিকেশন বিপ্লব, গ্লোবালাইজেশন, সমাজতন্ত্রের মৃত্যু, ধর্মের পুনর্জাগরণ, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতির স্তর ইত্যাদি বিষয়কে ধর্তব্যের মধ্যে আনতে হবে।

৩· সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা নামক যে দু'টি লক্ষ্যের ভিত্তিতে কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্ট প্রণীত হয়েছে, সেই দু'টি ভিত্তির বিষয় পুনর্বিবেচনা করতে হবে এবং তদনুযায়ী রিপোর্টটিকে ঢেলে সাজাতে হবে।

৪· বাংলাদেশের ৮৭% মানুষই যে মুসলমান এবং দলমত নির্বিশেষে এই মুসলমানদের সিংহভাগই যে ধর্মপ্রাণ এই বাস্তবতা বিস্মৃত হওয়া যাবে না। সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা ও কারিকুলামে এই বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। সংগে সংগে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্যও স্ব-স্ব ধর্ম শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে। *(চলবে)*